-২০৬-

মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২১ (খসড়া)

-২০৫-

১. প্রস্তাবনা

একটি দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক সে দেশের অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ, যা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তিরূপে কাজ করে। নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সুরক্ষিত সড়ক অবকাঠামো ব্যবস্থা। যেহেতু সরকার প্রতি বছর সড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ করে, সেহেতু সড়ক অবকাঠামোকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দ্রুত অবক্ষয় হতে রক্ষা করার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। যথাযথ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সড়ক পরিবহন ব্যয় হ্রাস করে। একটি সড়ক সংস্থাকে সড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অর্থায়ন এর মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। দেশের প্রধান সড়কসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে একটি নীতি-কাঠামোর মধ্যে সফলভাবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রম করে সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য একটি দক্ষ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের প্রায় ২২৪১৮.৯৫ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে টেকসই, নিরাপদ, মান সম্মত ও দক্ষ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার এ নীতিমালা প্রণয়ন করল।

২. সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

২.১ এ নীতিমালা 'মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২১' নামে অভিহিত হবে;

২.২ সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ হতে এ নীতিমালা কার্যকর হবে;

২.৩ এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এ নীতিমালার আলোকে কৌশলপত্র, নির্দেশিকা এবং ম্যানুয়াল ইত্যাদি প্রস্তুত করবে।

২.৪ সংশ্লিষ্ট আইন এবং নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দায়িত্বের আলোকে এ নীতিমালার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২.৫ সওজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা/ম্যানুয়াল/ কোড/ স্পেসিফিকেশনের আলোকে এ নীতিমালাকে পাঠ করতে হবে।

৩. সংজ্ঞা-

৩.১ "অধিদপ্তর" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

৩.২ 'সড়ক' বা 'মহাসড়ক' অর্থ অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্তকৃত, হস্তান্তরকৃত, ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য অথবা নির্মিত, নিয়ন্ত্রণাধীন, পরিচালনাধীন কোনো মহাসড়ক, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানাধীন আন্তঃদেশীয়, আন্তঃআঞ্চলিক ও মহাদেশীয় মহাসড়ক; এবং

(ক) মহাসড়কের প্রান্তসীমা (Right of Way)-এর অন্তর্ভুক্ত ভূমি;
(খ) অনুরূপ মহাসড়কের ঢাল, কিনারা (Berm), নয়নজুলি, বরো-পিট (Borrow-pit) এবং পার্শ্ববর্তী নালা;
(গ) মহাসড়ক সংলগ্ন সকল ভূমি ও মহাসড়ক-বাঁধ যাহা অধিদপ্তরের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন;
(ঘ) মহাসড়কস্থিত অথবা মহাসড়কের উপর দিয়া নির্মিত যে-কোনো সেতু, উড়াল-সেতু (Flyover), পথচারী পারাপার সেতু (Footover bridge) , কালভার্ট (Culvert), কজওয়ে (Causeway), মহাসড়কস্থিত সকল ট্রাফিক লেন (Traffic lane), ত্বরণ লেন (Accleration lane), মন্দন লেন (Deceleration lane), ফুটপাত, সড়কের পাশের শক্ত উপরিভাগ (Shoulder), মধ্যবর্তী অংশ (Median strip), উড়ালপথ (Overpass), পাতালপথ (Underpass), ইন্টারচেঞ্জ (Interchange), সুড়ঙ্গ (Tunnel), সংযোগ সড়ক (Approach), প্রবেশ ও বহির্গমন ঢালু পথ (Ramp), টোল প্লাজা (Toll plaza), এক্সেল ওজন-নিয়ন্ত্রণ স্টেশন (Axle load control station), সেবা এলাকা (Service area), রক্ষণাবেক্ষণ এলাকা (Maintenance area), বিশ্রাম এলাকা (Rest area), বাস বে (Bus bay), পার্কিং বে (Parking bay), ফেরি ও ফেরিঘাটসমূহ, হাইওয়ে ফার্নিচার (Highway furniture) এবং যে-কোনো স্থাপনা ও কাঠামো;
(ঙ) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক অথবা মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমির উপরে অবস্থিত প্রাচীর, খুঁটি এবং মহাসড়কের দুইপার্শ্বে এই ধরনের ভূমির উপর বিদ্যমান সকল বৃক্ষ; এবং
(চ) নদী, সাগর অথবা বৃহৎ জলাধারের পার্শ্বে মহাসড়কের প্রতিরক্ষামূলক কার্য, সেতুর ক্ষেত্রে উজান ও ভাটির উভয় দিকে গাইড বাঁধসহ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কার্য অথবা নদীশাসন কার্যসমূহ।

৩.৩ "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ" অর্থ সড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার, ইত্যাদি।

৩.৪ 'প্রান্তসীমা (Right of way)' অর্থ মহাসড়কের প্রান্তসীমা;

৩.৪ "বরোপিট" (Borrow Pit) অর্থ মহাসড়কের পাশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন পতিত নীচু ভূমি;

৩.৫ "জলাশয়" অর্থ মহাসড়কের পাশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন প্রায় সব সময় পানি জমে থাকে এরূপ কোন অব্যবহৃত ভূমি;

৩.৬ "পুকুর" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন চারদিকে পাড় বিশিষ্ট জলাশয়;

৩.৭ "সেতু" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল সেতু;

৩.৮ "উড়ালসেতু" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন উড়ালসেতু (ফ্লাইওভার/ওভারপাস);

৩.৯ "টানেল" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন টানেল;

৩.১০ "বিভাগীয় মেরামত" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি;

৩.১১ "পিপিপি" অর্থ সরকারী এবং বেসরকারি অংশীদায়িত যাতে সরকারের প্রতিনিধি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

৩.১২ "টোল সড়ক" অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত টোলযোগ্য সড়ক;

৩.১৩ "আইন" অর্থ হাইওয়ে এক্ট, ১৯২৫.

৩.১৪ "ট্রাফিক সাইন" অর্থ মহাসড়কে চলাচলের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বৈদ্যুতিক আলোর সংকেত বা অন্যবিধ সংকেত বা উক্ত উদ্দেশ্যে স্থাপিত বা ব্যবহৃত সতর্কতা সংকেত, স্তম্ভ বা খুঁটি, অন্য কোন নির্দেশনা, ইংগিত বা তথ্য।

৩.১৫ "পার্কিং স্থান" অর্থ মহাসড়কে মোটরযান দাঁড়ানো বা অবস্থানের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত স্থান।

৩.১৬ "ব্যক্তি" অর্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী, সমিতি, সংঘ বা অন্য কোন সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১৭ "মোটরযান" অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ২ এর উপধারা ৪২ এর সংজ্ঞায়িত মোটরযান এবং অধিদপ্তর কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত যানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.১৮ "সড়ক বিভাগ" অর্থ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও তার অধীনস্ত সড়ক উপ-বিভাগ।

৩.১৯ কার্যোপযোগিতাঃ

৪. উদ্দেশ্য

৪.১ সড়ক অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, আরামদায়ক, দ্রুত, টেকসই, কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সামগ্রিক পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করা;

৪.২ সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Asset management) ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (Risk management) সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিক ব্যয়ের বিপরীতে উপযোগমূল্য (Value for money) নিশ্চিতকরণ;

৪.৩ সঠিক সময় সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস করা ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৪.৪ গুণগতমান নিশ্চিত করে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে অধিকতর টেকসই করার লক্ষ্যে সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা (Best practices) এবং উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা

৪.৫ সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভাগীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা।

৪.৬ সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিকল্প অর্থায়নের উৎস অনুসন্ধান করা;

৪.৭ সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধাভোগী যেমনঃ সড়ক ব্যবহারকারী এবং অংশীজনের সম্পৃক্ততা উৎসাহিত করা।

৫.০ নীতিমালার অধিক্ষেত্র

৫.১ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শ্রেণীর সড়ক, সেতু ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সড়ক অবকাঠামো এ নীতিমালার আওতাধীন থাকবে।

৬. রক্ষণাবেক্ষণের অধিক্ষেত্র

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত হবেঃ

৬.১ ক্যারিজওয়ে, শোল্ডার, গাটার, সড়ক বাঁধ এবং বার্মসহ সম্পূর্ণ Right of way এর মধ্যে যেকোন ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম;

৬.২ সেতু, কালভার্ট, উড়ালসেতু, টানেল, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, ওভারপাসসহ সকল সড়ক অবকাঠামো এবং সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ;

৬.৩ সড়ক ও সেতুর পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা;

৬.৪ সড়ক ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তা প্রদানে গৃহীত যে কোন কার্যক্রম (দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, নিরাপত্তা বেষ্টনী, প্রয়োজনীয় সাইন, সিগনাল, সড়ক মার্কিং, দূরত্ব সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশনা স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি)

৭. রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি

৭.১ **রুটিন রক্ষণাবেক্ষণঃ** সড়ক অবকাঠামোর কার্যোপযোগীতা (serviceability) বজায় রাখার লক্ষ্যে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত কাজসমূহ প্রতিনিয়ত (বছরে এক বা একাধিকবার) পরিচালিত হবে। নিম্নোক্ত কাজসমূহ সাধারণত রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে

সড়ক সারফেসে পটহোল মেরামতকরণ, ফাটল ভরাটকরণ, আনডিউলেশন (Undulations) মেরামত, সড়কের প্রান্ত (Edge) মেরামতকরণ, সোল্ডার মেরামত করণ, সড়ক বাঁধ মেরামতকরণ, রেইনকাট মেরামতকরণ, ঘাস/আগাছা অপসারণ, ক্যারেজওয়ে পরিষ্কারকরণ, সড়কের পার্শ্বস্থিত ক্যানোপি (ছাউনি) সৃষ্টিকারী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, গাড়িচালকের দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শাখা/ প্রশাখা বা বৃক্ষ বা স্থাপনা অপসারণ, ঝুঁকিপূর্ণ বা মৃত বৃক্ষশাখা/বৃক্ষ অপসারণ, ড্রেইন পরিস্কারকরণ, কালভার্ট ও সেতু পরিস্কারকরণ, সাইন সিগ্যনাল মেরামত, রোড মার্কিং রক্ষণাবেক্ষণ, রোড সেফটি উপকরণ মেরামতকরণ, পেভমেন্ট এবং সোল্ডার হতে বৃষ্টির পানি অপসারণ, দূর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে সড়কে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী হলে তা অপসারণ ইত্যাদি। মেরামত কাজে কোন নতুন ধরণের উদ্ভাবনী কাজের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের আওতাধীন হবে।

৭.২ **পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণঃ** পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত কাজসমূহ অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের মেরামত কাজ (প্যাচ রিপেয়ার, সিলকোট, সিঙ্গেল বিটুমিনাস সারফেস ট্রিটমেন্ট, ডাবল বিটুমিনাস সারফেস ট্রিটমেন্ট, থিন ওভারলে, মেইন্টেন্যান্স ওভারলে) যা সাধারণত বার্ষিক বা কয়েক বছরের বিরতিতে সম্পাদনযোগ্য। এ মেরামত কাজের মাধ্যমে সড়ক সারফেস নবায়ন করে কার্যোপযোগীতা (serviceability) পুনঃ স্থাপন করা হবে অর্থাৎ সম্পদমূল্য সংরক্ষণ (Asset Value retain) করা হবে । সড়ক সারফেস নবায়নের জন্য প্রয়োজনে নিচের স্তরে মেরামত কাজ (সাব-বেস/ বেস কোর্স ত্রুটিমুক্তকরণ) সম্পাদন করে নিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সমস্যা থাকলে প্রয়োজনীয় ড্রেনেজ স্ট্রাকচার নির্মাণ করে নিতে হবে। সড়ক বাঁধে ভাংগন থাকলে প্রয়োজনীয় মেরামত (মাটি ভরাটকরণ, প্যালাসাইডিং বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক কাজ) সম্পাদন করে নিতে হবে। সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজ এ কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলক কোন সড়কাংশ নির্মাণ/মেরামত সাধারণভাবে পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ ২ প্রকারের হবেঃ

১। পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ (মাইনর)ঃ যে রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ বার্ষিক বিরতিতে করা হয়ে থাকে, যেমনঃ প্যাচ রিপেয়ার, সিলকোট, সিঙ্গেল বিটুমিনাস সারফেস ট্রিটমেন্ট, থিন ওভারলে মাইনর কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ (মেজর)ঃ যে রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ কয়েক বছরের বিরতিতে করা হয়ে থাকে, যেমনঃ ডাবল বিটুমিনাস সারফেস ট্রিটমেন্ট, মেইন্টেন্যান্স ওভারলে মেজর কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। মেইন্টেন্যান্স ওভারলে কাজের অনুমোদিত ডিজাইন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ডিজাইন উইং থেকে সংগ্রহ সাপেক্ষে কর্মসূচি সম্পাদন করতে হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা প্রতিবেদন এর আলোকে সড়কের পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি, স্থান এবং পদ্ধতি বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে সেতু ও কালভার্ট এবং এই প্রকৃতির স্থাপনাসমূহের পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং কর্তৃক প্রয়োজনীয়তার আলোকে নির্ধারিত হবে।

৭.৩ **জরুরি রক্ষণাবেক্ষণঃ** প্রাকৃতিক অথবা অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ বা দূর্ঘটনার কারণে সড়ক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা অথবা পুনঃস্থাপন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজসমূহ জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সড়ক অবকাঠামোর জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে।

৭.৪ **বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণঃ** অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের মেরামত কাজ যা সড়ক অবকাঠামোর জীবনকাল (লাইফ সাইকেল) অথবা কার্যকারিতা (ফাংশনালিটি) বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সড়ক অবকাঠামোর মূল্যমান (এসেট ভ্যালু) বৃদ্ধি করে তা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পড়বে। সড়কের সামগ্রিক অবস্থার প্রকৌশলগত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে এ ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিবেদন এর আলোকে বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি, স্থান এবং পদ্ধতি বিবেচিত হবে। নিম্নলিখিত কাজসমূহ বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পড়বেঃ

ক) স্ট্রেংদেনিং বা মজবুতিকরণঃ স্ট্রাকচারাল ওভারলে, বেস কোর্সের পুরুত্ব বৃদ্ধিকরণ, পার্শিয়াল রিকন্সট্রাকশন

খ) পুনঃনির্মাণ/নির্মাণঃ মূল নকশা (পেভমেন্ট বা জিওমেট্রিক ডিজাইন) অনুসরণে পুণঃনির্মাণ, নতুন নকশা (পেভমেন্ট বা জিওমেট্রিক ডিজাইন) অনুসরণে সড়কের উন্নয়ন বা প্রশস্তকরণ

গ) সড়কের বাঁক সরলীকরণ, সুপার এলিভেশন সঠিককরণ

১০৫

ঘ) সড়কের এলাইনমেন্ট বা গ্র্যাডিয়েন্ট (দৈর্ঘ্য বরাবর ঢাল) উন্নয়ন

ঙ) জলাবদ্ধতা বা পানি নিষ্কাশনের সমস্যাযুক্ত সড়কাংশে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ

চ) নতুন ড্রেন নির্মাণ

ছ) সড়ক ইন্টারসেকশনের ধারণ ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) বা সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত যে কোন কাজ (প্রশস্তকরণ, গ্রেড সেপারেশন স্ট্রাকচার নির্মাণ, ফুটওভার ব্রিজ স্থাপন, ট্রাফিক চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী স্ট্রাকচার/ব্যবস্থা স্থাপন, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বাতি স্থাপন ইত্যাদি)

জ) ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ বা পুনঃস্থাপন

ঝ) সড়ক বাঁধ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ

ঞ) ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য নির্দেশনামূলক উপযুক্ত স্থাপনা নির্মাণ

৭.৫ ক্রয় কাজের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি নির্ধারণঃ কোন মেরামত কাজে যদি উপরোক্ত একাধিক প্রকৃতির সংমিশ্রণ হয় তবে, যে প্রকৃতির কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ বেশি, ক্রয় কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজ সে প্রকৃতির বলে বিবেচিত হবে।

৭.৬ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বাজেটের প্রকৃতিঃ সাধারণভাবে সরকারের বাজেটের পরিচালন ব্যয় খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করা হবে। পরিচালন ব্যয়ের আবর্তক অংশ হতে ৭.১ হতে ৭.৩ অনুচ্ছেদে বিবৃত রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ সম্পাদিত হবে। পরিচালন ব্যয়ের মূলধন অংশ হতে ৭.৪ এ বর্ণিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদিত হবে।

৮. নীতিমালার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

এ নীতিমালা মূলত নিম্নোক্ত প্রধান বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮.১ কারিগরি

৮.১.১ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়কসমূহে উপযুক্ত ন্যূনতম কার্যোপযোগীতা বজায় রাখা

৮.১.২ রাফনেস সার্ভে, রোড কন্ডিশন সার্ভে, ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে এবং অন্যান্য সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্যে নিরিখে সড়ক অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তৃতি, প্রকৃতি, সড়কের ট্রাফিক গতি, ট্রাফিক প্রবাহ ও ভারী যানবাহনের পরিমাণের (Traffic volume) উপর ভিত্তি করে যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত পদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা নিরূপণ;

৮.১.৩ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও মেরামত পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৮.১.৪ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ;

৮.১.৫ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা নির্ধারণে পেভমেন্ট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রয়োগ;

৮.১.৬ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে সময়পোযোগী, আধুনিক, সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৌশল ও কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগ;

৮.১.৭ সড়ক অবকাঠামোর স্বাভাবিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি সড়ক অবক্ষয়ের অন্যান্য বাহ্যিক অনুষঙ্গ/অনুঘটক চিহ্নিতকরন এবং তা প্রতিকারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.১.৮ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কর্মসূচি প্রণয়নে জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ককে অগ্রাধিকার প্রদান;

৮.২ আর্থিক

৮.২.১ বাৎসরিক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং অতীতের পুঞ্জীভুত প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ দূরীভুত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সংস্থান;

৮.২.২ সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে অর্থায়নের বিকল্প উৎস অনুসন্ধান।

৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক

৮.৩.১ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান ও সড়ক পেশাজীবিগণের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৮.৩.২ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সার্থক বাস্তবায়ন;

৮.৩.৩ রক্ষণাবেক্ষণ এর স্থায়ীত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণা শক্তিশালীকরণ;

৮.৩.৪ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ

৮.৩.৫ প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে যুগোপযোগী রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ।

৯. কৌশলগত নীতিমালা

৯.১ কারিগরি:

৯.১.১ সড়কের বিভিন্ন শ্রেণী/ লিংক ভিত্তিক ন্যূনতম সেবামান বা কার্যোপযোগীতা (Serviceability) অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হবে, যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে। অধিদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মূল লক্ষ্য হবে এ সেবামান অর্জন করে তা অব্যাহত রাখা। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালে উপযুক্ত সেবামান (লেভেল অফ সার্ভিস)/ কার্যোপযোগীতা এর শ্রেণিবিন্যাসকরণ/ নির্ধারণ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে।

৯.১.২ Prevention is better than cure নীতি অনুসরণে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কাজকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

৯.১.৩ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ডাটা সংগ্রহসহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সড়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পদ্ধতি চালু করবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, যেখানে মেরামত কাজের প্রকৃতি ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা থাকবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষ ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করে কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীগণের কারিগরি বিবেচনা ও উর্ধ্বতন প্রকৌশলীগণের কারিগরি পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশই চূড়ান্ত বিবেচ্য। এক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৯.১.৪ সড়কের হালনাগাদ তথ্যসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক ইনভেন্টরি/ডাটাবেস/ ডিজাইন আর্কাইভ থাকবে। সড়কের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হবে।

৯.১.৫ নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় মালামাল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন এবং জনবল থাকবে। প্রতিটি সড়ক বিভাগ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের স্থান এবং ডিপো নির্ধারণ করবে।

৯.১.৬ জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে স্টিল সেতুসমূহের বিভিন্ন উপকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয়ে উৎসাহিত করা হবে এবং চাহিদা অনুসারে উপকরণসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হবে।

৯.১.৭ জরিপ কাজ, যেমন রাফনেস সার্ভে, পেভমেন্ট কন্ডিশন, ট্রাফিক কাউন্ট ইত্যাদি সম্পাদনের জন্য অধিদপ্তর আধুনিক যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে।

৯.১.৮ সড়ক পেভমেন্টে জলাবদ্ধতা পরিহারে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সড়ক পেভমেন্টে দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা দূরীকরণে পানি নিষ্কাশন স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হবে। সড়কের পাশে বিদ্যমান চ্যানেলসহ প্রতিবন্ধকতাসমূহ পরিস্কার করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৯.১.৯ সড়কে গাড়িচালকের নির্বিঘ্ন দৃষ্টি (Sight distance) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক বিভাগসমূহ সড়কের পাশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বৃক্ষ, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসহ অন্যান্য যে কোন দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা নিয়মিত অপসারণ করবে।

৯.১.১০ নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণে প্রাথমিক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের দীর্ঘ-মেয়াদি প্রভাব বিবেচনায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়ক ও সেতুর নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করবে। এলক্ষ্যে এ অধিদপ্তর নির্মাণ শিল্পে শুদ্ধাচার চর্চার আলোকে সড়ক ও সেতুর নির্মাণ কাজের 'মান নিশ্চিতকরণ পরিকল্পনা' (Quality Assurance Plan) যুগোপযোগী করবে এবং নির্মাণকাজে এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

৯.১.১১ সড়ক ও সেতুসমূহকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হাইওয়ে এক্ট, ১৯২৫ (Bengal Act, IIT of 1925) এবং সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রয়োগ করার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রতিহত করবেঃ (ক) সড়ক ঢাল, বার্ম এবং বরোপিটে অবৈধ দখল; (খ) অবৈধ নির্মাণ অথবা কোন স্থাপনার পরিবর্তন, খনন অথবা ভরাটকরণ অথবা সড়কের উপর অথবা সড়ক হতে ১০ মিটারের মধ্যে কোন নির্মাণ; (গ) সড়কের উপর মালামলের অবৈধ মজুত; এবং (ঘ) মহাসড়কের যত্র তত্র মোটরযান থামানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাঁধা নিষেধ; (ঙ) অনুমোদিত পথ ব্যতীত লোকজন, পশুপাখি ও যান চলাচল নিরুৎসাহিতকরণ ।

৯.১.১২ সড়ক পরিবহন আইন এর আওতায় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন কালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিসমূহের প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। অধিদপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা এবং নীতিমালার আলোকে পরিবেশ নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে যাতে পরিবেশের উপর সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখা যায়।

৯.১.১৩ সড়কের জীবনকাল বিবেচনায় Pre-mature failure রোধ করার জন্য এবং সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ তাদের কর্ম-সীমানার মধ্যে নিয়মিত রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় যেসব সড়কের পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়নি সেসব সড়কসহ সব 'ভাল-মোটামুটি ভাল' (Good to fair) সড়ক রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত হবে।

৯.১.১৪ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ বার্ষিক রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করবে যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৯.১.১৫ সড়ক ইনভেন্টরী, পেভমেন্ট কন্ডিশন জরিপ এবং এর বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। রোড ইনভেন্টরী হতে প্রাপ্ত তথ্যে ডিজাইন ঘাটতিতে থাকা সড়কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যথাযথ ডিজাইন নিশ্চিত করে পুনঃ নির্মাণ/ মজবুতীকরন/ প্রশস্তকরণকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে এবং এ ধরণের সড়কে বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজকে নিরুৎসাহিত করা হবে। বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি শুরুর পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে ক্রমঃক্ষতিবৃদ্ধি প্রতিরোধী কৌশল (Holding strategy) গ্রহণ করতে হবে।

৯.১.১৬ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় জনগণকে, বিশেষত নিম্ন আয়ের নারীদের মাটি ভরাট, বৃক্ষরোপণ, সড়কের পাশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের মত রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে উপার্জনে সম্পৃক্ত করা হবে।

৯.১.১৭ বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা, ভারী যানবাহনের আধিক্য বিবেচনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়ক পেভমেন্টের উপযুক্ত ধরণ নির্ধারণ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কনক্রিট পেভমেন্ট নির্মাণ দীর্ঘ মেয়াদে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক হলে তা বিবেচনা করবে।

৯.১.১৮ যে কোন কারণে সড়কে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দ্রুততম সময়ে অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১.১৯ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব এবং নতুন মালামালের ব্যবহার কমিয়ে আনা, সাশ্রয়ী মেরামতের লক্ষ্যে পুনঃব্যবহারযোগ্য মালামাল ব্যবহার তথা রি-সাইক্লিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৯.২ আর্থিক

৯.২.১ সড়ক খাতের বিনিয়োগ সংরক্ষণার্থে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করণ।

৯.২.২ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পদের যথোপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হবে। এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করে যথোপযুক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

৯.২.৩ বিদ্যমান সড়কসমূহের অ্যাসেট ভ্যালু নির্ধারণপূর্বক, বিদ্যমান অ্যাসেট ভ্যালুর আনুপাতিক হারে এবং উপযুক্ত সময়ে বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে যাতে সড়ক কাংখিত লাইফটাইম অতিক্রম করতে পারে।

৯.২.৪ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় সীমিত রাখার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সময়োচিত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। সময়োচিত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ণ করবে।

৯.২.৫ অতীতের পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যার পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা প্রতিবেদনের আলোকে পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সরকার একটি বাৎসরিক বরাদ্দ কর্মসূচি প্রণয়ণ করবে যাতে স্বল্পতম সময়ে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়।

৯.২.৬ সরকার পর্যায়ক্রমে সড়ক ব্যবহারকারীদের নিকট হতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় আহরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে এবং পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার আওতায় সড়ক ব্যবহারকারীগণ সড়ক ব্যবহারের অনুপাতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রোড মেইনটেন্যান্স ফান্ড এর মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা হবে।

৯.২.৭ পুঞ্জিভূত রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনে দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী বা অন্য কোন বিকল্প উৎস হতে অর্থায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৯.২.৮ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে দক্ষতা আনার লক্ষ্যে বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অন্বেষণ করবে।

৯.২.৯ সরকার পরিচালন বাজেটের আবর্তক ব্যয় খাত হতে রুটিন, পিরিয়ডিক ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির অর্থায়ন এবং পরিচালন বাজেটের মূলধন ব্যয় খাত হতে বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর অর্থায়ন অব্যাহত রাখবে।

৯.৩ প্রাতিষ্ঠানিক

৯.৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও উপযোগী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধিকতর প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হবে যাতে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের বাস্তবসম্মত চাহিদা নিরূপন, রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থ ও সম্পদের যথোপযুক্ত বরাদ্দ প্রদান এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়।

৯.৩.২ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ টেকসইকরণ এবং ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগকে উৎসাহিত করবে। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য শ্রম নির্ভর রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্র নির্ভর একটি কার্যকর ও দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে;

৯.৩.৩ নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করবে। একই সাথে সরকার বেসরকারি পর্যায়ে যন্ত্রপাতি লিজ এবং ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার উৎসাহিত করবে।

৯.৩.৪ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। যথাযথ চুক্তি পরিকল্পনা করা হলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বেসরকারী খাতে উদ্ভাবনের স্বাধীনতা থাকে, যা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন কৌশল ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বৈশ্বিক মেধা এবং সর্বোৎকৃষ্ট চর্চার প্রয়োগে বেসরকারী খাতে প্রণোদনাও সৃষ্টি হয়। এধরনের উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিকভাবে সড়ক ব্যবহারকারীরা উপকৃত হবে।

৯.৩.৫ দক্ষ এবং টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিশেষত জাতীয় মহাসড়ক এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সড়কের ক্ষেত্রে, গুনগত মান-ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (Performance Based Contract) অনুসরণ করবে। এধরনের গুনগত মান-ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি নতুন বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হতে পারে যেখানে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট সময় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

৯.৩.৬ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করবে।

৯.৩.৭ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিবীক্ষণ জোরদার করবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। পরিবীক্ষণ কাজে সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাইরের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৯.৩.৮ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ প্রযুক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিবীক্ষণ কার্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অর্থের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কর্মকর্তাদের এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক সর্বোৎকৃষ্ট চর্চার সাথে পরিচিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.৩.৯ বাংলাদেশের উপযোগী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের লাগসই প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগারের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ করা হবে।

৯.৩.১০ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষাগারসমূহকে শক্তিশালী করা হবে এবং এধরনের পরীক্ষাগারকে সড়ক বিভাগ পর্যায়ে বিস্তৃত করা হবে।

৯.৩.১১ সড়ক ও জনপথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সওজ প্রকৌশলী এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী কর্মীদের উপযুক্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করে, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৯.৩.১২ সওজ এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বিশেষায়িত বিধায়, ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিন্যাস করে নিয়মিতভাবে পারফরম্যান্স পরিবীক্ষণপূর্বক তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্বের লালন, কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ও শুদ্ধাচারের সংস্কৃতি বিস্তারে প্রয়োজনে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৩.১৩ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী ও টেকনিশিয়ানের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে, বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট মানদন্ডে উত্তীর্ণ এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত কর্মী ও টেকনিশিয়ানগণের পুল সৃজনে অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৩.১৪ সড়কের লাইফটাইম নিশ্চিতকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এক্সেল লোড নীতিমালা বাস্তবায়নে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.৩.১৫ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে পেভমেন্ট এবং সেতু রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেম হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন করবে।

৯.৩.১৬ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ, সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও ম্যানুয়ালের যথাযথ অনুসরণ এবং যথার্থ কার্য-সম্পাদন নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়ালে পরিদর্শনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করা থাকবে যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা (Internal Control & Accountability) নিশ্চিত হবে।

৯.৩.১৭ সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সড়ক সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসম্পৃক্তি নিশ্চিত করা হবে।

১০. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা সংশোধনঃ

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।